প্রথম পাঠ

# সত্যি সোনা

প্রচলিত গল্প

বুড়ো চাষির কঠিন অসুখ করেছে। বাঁচার আশা নেই। সেই সময় একমাত্র ছেলেকে ডেকে বলল, 'ওহে বাপু আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। যাওয়ার সময় তোমাকে একটা দরকারি কথা বলে যাই।'

চাষির ছেলে ভারি অলস। অথচ টাকা পয়সার লোভ তার ষোলোআনা। তার ধারণা বাবা অনেক সোনা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। বাপকে বলল, 'তোমার লুকোনো সোনা কোথায় রাখা আছে তা তো বলে গেলে না।'

হেসে বুড়ো বাপ বলল, 'সেটা বলব বলেই তো ডেকেছি তোমায়। শোনো, এই যে আমাদের চাষের জমি দেখছ, এর নীচেই পোঁতা আছে লুকোনো সোনা। আমি চোখ বুজলে তুমি তা খুঁজে বার করে নিয়ো।' ওই কথা কটি বলেই চিরদিনের মতো চোখ বুজল সে।

ছেলের চোখ দুটো লোভে চকচক করে ওঠে।

বাবা মারা যাওয়ার পর ছেলে তার বউকে বলল, 'বাবা তো বলে গেল আমাদের জমির তলায় সোনা পোঁতা আছে। কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় আছে তা তো বলে গেল না।'

ছেলের বউ খুব বুদ্ধিমতী। সে বলল, 'তোমার গোটা জমিটা খুঁড়েই দেখতে হবে কোথায় আছে সোনা।'

ছেলে জমি চাষ-আবাদ করার কথা ভাবতে পারে না। সে চিরকাল শুয়ে বসে কাটিয়েছে। কিন্তু সোনার লোভ বড়ো লোভ। আবার আলসেমির রোগও কম নয়। তাই সকালে উঠে সে কেবল গড়িমসি করে। বউ যখন মনে করিয়ে দেয় সোনা খোঁজার কথা, তখন সে গজগজ করে। 'দূর কোথায় সোনা পোঁতা আছে তার ঠিক নেই। কে যাবে খোঁড়াখুঁড়ি করতে? তার চেয়ে টেনে ঘুম দেওয়া অনেক ভালো।'

বউ বলে, ‘তুমি মজুর লাগিয়ে জমি খোঁড়াও না। সোনা যদি পাও তবে আমাদের কপাল ফিরে যাবে। চুপচাপ বসে থেকে কী লাভ? বাবা যখন বলেছেন তখন চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?’

বউয়ের পরামর্শ শুনে ছেলে দুজন মজুর ডাকিয়ে জমি খুঁড়তে লাগিয়ে দেয়।

তার বউ আবার এসে বলে, ‘ওদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে থেকো না যেন। তুমি কোদাল নিয়ে যাও। তা না হলে ওরা যদি সোনার তালটা পেয়ে যায় তবে তা সরিয়ে ফেলতে কতক্ষণ!’

ছেলে ভাবে বউ ঠিক কথাই বলেছে। ওদের বিশ্বাস কী? ওরা যদি সোনার তাল সরিয়ে ফেলে তবে সব চেষ্টা বৃথা। তাই সেও একটা কোদাল নিয়ে কাজে লেগে যায় মাঠে। কাজ করতে করতে ওদের ওপর নজর রাখার সুবিধে হবে। যত মাটি খোঁড়ে চাষির ছেলে, তত সোনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সে।

কিন্তু সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পাঁচ বিঘে জমি খোঁড়াখুঁড়ি করেও কোথাও এতটুকু সোনা পাওয়া গেল না। রাগে বিরক্তিতে অস্থির ছেলে তখন তার বউকে বলল, ‘বাবা নিশ্চয় আমায় বোকা বানিয়েছে। সোনা-দানা কিছুই নেই। মিছিমিছি আমায় খাটিয়ে মারলে।’

বউ হেসে বলল,‘কিন্তু দেখ, জমিটা এখন ঠিক চাষ করার মতো হয়েছে।’

ছেলে তার বউয়ের মুখের দিকে তাকাল। বউ বলল, ‘আর কদিন পরেই বর্ষা নামবে। এই তো বীজ বোনার সময়। বাবা প্রতি বছর এই সময় জমিতে ধান চাষ করতেন। কী সুন্দর ফসল হতো।’

শুনে ছেলে ভাবল, জমিটা যখন খুঁড়েই ফেলা হয়েছে তখন ওটা এমনি ফেলে না রেখে চাষ করে ফেলাই ভালো। তার বউ হাট থেকে সবচেয়ে সেরা ধানের বীজ কিনে আনল। স্বামী সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ক্ষেতে কাজ করে। বউ তার খাবার নিয়ে যায়। তামাক সেজে নিয়ে যায়। অলস স্বামীকে এই ভাবে কাজ করতে দেখে গর্বে বুক ভরে যায় তার।

তারপর যথাসময়ে বর্ষা নামল। সে বছর বৃষ্টিও হলো খুব ভালো। অল্পদিনের মধ্যে ক্ষেত ভরে গেল শস্যে। মাঠ ভরা পাকা ধানের রাশি দেখে মনে হলো সত্যি কে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে মাঠে।

বউ বলল, ‘দেখো, বাবা মিথ্যে বলেননি। সত্যি সত্যি সোনা ফলেছে মাঠে।’

ছেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মাঠের দিকে। জমিতে যে এত ভালো ফসল ফলে তা সে এই প্রথম জানল।

ফসল কাটার পর তা হাটে বিক্রি করে এক থলি টাকা পেল চাষির ছেলে। বাড়ি ফিরে সে বউকে বলল, 'এই দেখো কত টাকা। আমার ধারণা ছিল না যে জমি চাষ করে এত রোজগার করা যায়।'

বউ খুব খুশি। এই তার স্বামীর প্রথম রোজগার। হেসে বলল, 'তা হলে বাবার কথাই ঠিক তো? জমিতে সত্যিই সোনা পোঁতা ছিল?'

মাথা নেড়ে ছেলে জবাব দিল, 'ষোলোআনা। আজ আমি বুঝেছি যে বুদ্ধি খাটালে আর কঠোর পরিশ্রম করলে তার পুরস্কার পেতে দেরি হয় না।'

# হাতেকলমে

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

১.১ বুড়ো চাষির সংসারে কে কে ছিল?

১.২ চাষির ছেলেটি কেমন প্রকৃতির ছিল?

১.৩ বাপের কথা শুনে ছেলের মনের অবস্থা কেমন হলো?

১.৪ বুড়ো চাষি কোন কথাটা তাঁর ছেলেকে বলে যাননি?

২. **সংক্ষেপে উত্তর দাও:**

২.১ চাষির ছেলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কতটা জমি খুঁড়েছিল?

২.২ চাষির ছেলের প্রথম রোজগারে কে খুশি হয়েছিল?

২.৩ গল্পে কোদাল দিয়ে মাটি খোঁড়ার কথা বলা আছে. আর কী কী জিনিস দিয়ে মাটি খোঁড়া যায় বলে তোমার জানা আছে?

২.৪ 'সত্যি সোনা' গল্পটির মতো আর কোন গল্প তোমার জানা আছে? জানা গল্পটি বন্ধুদের শোনাও।

৩. **বন্ধনীর মধ্যে থেকে ঠিক উত্তরটা বেছে নিয়ে পুরো কথাটা আবার নীচে লেখো :**

৩.১ ছেলের চোখ দুটো লোভে (ঝকঝক / চকচক / ঝকমক / ঝিকমিক) করে ওঠে।

------------------------------------------------------------------------------------------

৩.২ চাষির ছেলের বউ ছিল খুব (চালাক/সরল/বোকা/বুদ্ধিমতী)।

------------------------------------------------------------------------------------------

৩.৩ বউ বলেছিল, 'সোনা যদি পাও তবে (আমাদের/তোমার/মজুরদের/আমার) কপাল ফিরে যাবে।'

------------------------------------------------------------------------------------------

৩.৪ চাষির ছেলে ফসল কাটার পর তা (কম পয়সায়/দোকানে/হাটে/বাজারে) বিক্রি করে।

------------------------------------------------------------------------------------------

**শব্দার্থ :** ষোলোআনা — সম্পূর্ণ, পুরোপুরি। চুকে যাওয়া — সম্পন্ন হওয়া। গড়িমসি — আলসেমি, দীর্ঘসূত্রতা। মরিয়া — বেপরোয়া। শস্য — ফসল। ধারণা — বোধ, অনুভূতি, উপলব্ধি। পরিশ্রম — খাটুনি, মেহনত।

৪. **সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো :**

৪.১ চাষির ছেলে নিজে চাষ-আবাদ করার কথা ভাবতে পারত না কেন?

৪.২ শেষ পর্যন্ত চাষির ছেলের মাঠে কাজ করতে যাওয়ার কারণ কী ছিল?

৪.৩ চাষির ছেলের বউ কোন সময়কে বীজ বোনার উপযুক্ত সময় বলেছে?

৪.৪ সে কোথা থেকে বীজ কিনে এনেছিল?

৪.৫ সে কীসের বীজ কিনেছিল?

৪.৬ গল্পের কোন মানুষটাকে তোমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হলো?

৫. **নিজের ভাষায় উত্তর দাও :**

৫.১ 'সেটা বলব বলেই তো ডেকেছি তোমায়'— কে এই কথা বলেছে? সে কাকে এই কথা বলেছে? সে তাকে কী বলার জন্য ডেকেছিল?

৫.২ গল্পে চাষির ছেলের বউ চাষির ছেলেকে কীভাবে সাহায্য করেছে তা লেখো।

৫.৩ 'সত্যি সত্যি সোনা ফলেছে মাঠে'— কে এই কথা বলেছে? সোনা বলতে এখানে আসলে কোন জিনিসকে বোঝানো হয়েছে? সেই জিনিসটা সোনা না হলেও তার সঙ্গে সোনার কী কী মিল আছে?

৫.৪ চাষির ছেলে ফসল বিক্রি করে বাড়ি ফিরলে তার বউ কী কারণে খুব খুশি হলো?

৫.৫ চাষির ছেলে আর তার বউ বুদ্ধি খাটিয়ে আর পরিশ্রম করে কী পুরস্কার পেয়েছে?

৫.৬ 'ছেলের বউ খুব বুদ্ধিমতী'— তার বুদ্ধির প্রকাশ গল্পে কীভাবে লক্ষ করা গেল?

৬. **সোনা সকলের কাছেই পছন্দের। কারণ তার কতগুলো গুণ আছে। সেই গুণগুলো পাশের বাক্স থেকে নিয়ে তুমি নীচের ফাঁকা জায়গাগুলোয় বসাও :**

**চকচকে, আসল, দামি, ঝলমলে**

৬.১ পিতলের থালাটা সোনার মতোই ________।

৬.২ পাকা ধান সোনার মতোই ________ ।

৬.৩ ________ সোনা দিয়ে গয়না বানানো যায় না।

৬.৪ রুপো চকচকে হলেও সোনার চেয়ে কম________ ।

৭. 'সত্যি সোনা' গল্পটির সাহায্য নিয়ে ছবিগুলির নীচে উপযুক্ত বাক্য লিখে কাহিনিটি সম্পূর্ণ করো :

৭.১ ______________________

৭.২ ______________________

৭.৩ ______________________

৭.৪ ______________________

৭.৫ ______________________

৭.৬ ______________________

৭.৭ ______________________

অঙ্কন : সুব্রত মাজী